

## সূরা ৬২ : জুমু'আহ, মাদানী

৬২ - سورة الجمعة، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১১, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ১১, رُكُوعَاتُهَا : ২)

## সূরা জুমু'আহর মর্যাদা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর সালাতে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৭, ৫৯৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহর, যিনি অধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	۱. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
২। তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূল রূপে যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত; ইতোপূর্বেতো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।	۲. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

৩। আর তাদের অন্যান্যের জন্যও, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	۳. وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
৪। এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। আল্লাহতো মহা অনুগ্রহশীল।	۴. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

### প্রত্যেকে আল্লাহর মহিমা ও গুণগান করে থাকে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৃষ্ট সব কিছু বাকশক্তি সম্পন্ন হোক বা নির্বাক হোক, সদা-সর্বদা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মগ্ন রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৪৪) সমস্ত মাখলুক, আসমানেরই হোক বা যমীনেরই হোক, তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল রয়েছে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ্ এবং এ দু'টির মধ্যে তিনি পূর্ণভাবে স্থায়ী ব্যবস্থাপনা ও হুকুম জারীকারী। তিনি সর্ব প্রকারের ত্রুটি-বিচ্ছ্যতি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি দোষ মুক্ত এবং সমস্ত উত্তম গুণাবলী ও বিশেষণের সাথে বিশেষিত। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। এর তাফসীর কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

### আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি

#### রাসূল মুহাম্মাদকে (সাঃ) পাঠিয়েছেন রাহমাত স্বরূপ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ** উম্মী দ্বারা আরাবদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ؕ أَسْلَمْتُمْ ؕ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল : তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২০)

এখানে উম্মী উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একমাত্র নাবী করে আরাবে পাঠানো হয়েছিল, বরং কারণ শুধু এটাই যে, আরাবদের উপর অন্যদের তুলনায় ইহসান ও ইকরাম বহুগুণে বেশি রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَأَنذِرْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ

নিশ্চয়ই ইহাতো (কুরআন) তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪৪) এখানেও কাওমকে খাস করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা কুরআন সারা দুনিয়াবাসীর জন্য উপদেশ। অনুরূপভাবে অন্যত্র রয়েছে :

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ২১৪) এখানেও উদ্দেশ্য এটা কখনই নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভীতি প্রদর্শন শুধুমাত্র তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্যই খাস, বরং তাঁর সতর্ককরণতো সাধারণভাবে সবারই জন্য। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন :

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল : হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৮) অন্যত্র আছে :

لَا تُنذِرُكُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৯) অনুরূপভাবে কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۖ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالْنَارُ مَوْعِدُهُ ۚ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ : ১৭) এই ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেগুলি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম সারা বিশ্ববাসীর জন্য রাসূল। সমস্ত মাখলুক তথা জিন ও ইনসানের তিনি নাবী। সূরা আনআ'মের তাফসীরে আমরা এটা পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি এবং বহু আয়াত ও হাদীসও আনয়ন করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই জন্য।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আরাবদের মধ্যে তিনি স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। এটা এই জন্য যে, যেন ইবরাহীমের (আঃ) দু'আ কবূল হওয়া জানা যায়। তিনি মাক্কাবাসীর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করবেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) এ দু'আ কবূল করেন।

ঐ সময় সমস্ত মাখলুকের জন্য আল্লাহর নাবীর আগমন অত্যন্ত যত্নরী হয়ে পড়েছিল। আহলে কিতাবের শুধুমাত্র কতক লোক ঈসার (আঃ) সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা ইফরাত ও তাফরীত হতে বেঁচে ছিলেন। তাঁরা ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সত্য দীনকে ভুলে গিয়েছিল এবং আল্লাহর অসম্ভবির কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। তিনি ঐ নিরক্ষরদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনালেন, তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করলেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিলেন। অথচ ইতোপূর্বে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিল।

আরাবরা ইবরাহীমের (আঃ) দীনের দাবীদার ছিল বটে, কিন্তু অবস্থা এই ছিল যে, তারা ঐ দীনকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বদল করে ফেলেছিল। তারা ঐ দীনের মধ্যে এত বেশি পরিবর্তন আনয়ন করেছিল যে, তাওহীদ শির্কে এবং বিশ্বাস সন্দেহে পরিবর্তিত হয়েছিল। তারা নিজেরাই বহু বিদ'আত আবিষ্কার করে তা আল্লাহর দীনের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিল। অনুরূপভাবে আহলে কিতাবও তাদের কিতাবগুলি বদলে দিয়েছিল, সাথে সাথে অর্থেরও পরিবর্তন করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আযীমুশ শান শারীয়াত এবং পরিপূর্ণ দীনসহ জিন ও ইনসানের নিকট প্রেরণ করেন, যেন তিনি আহলে কিতাবের নিকট মহান আল্লাহর আসল আহকাম পৌঁছে দেন, তাঁর সম্ভব ও অসম্ভবির আহকাম জনগণকে জানিয়ে দেন, এমন আমল তাদেরকে বাতলে দেন যা তাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম হতে

পরিব্রাণ লাভ করাবে, তিনি সমস্ত মাখলূকের জন্য পথ প্রদর্শক হন, শারীয়াতের মূল ও শাখা সবই শিক্ষা দেন, ছোট বড় কোন কথা ও কাজ উল্লেখ করতে তিনি বাদ রাখেননি, সবারই সমস্ত শক-সন্দেহ দূর করে দেন এবং জনগণকে এমন দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন যার মধ্যে সর্বপ্রকারের মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে।

এসব মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বগুণাবলি একত্রিত করেন যা, না তাঁর পূর্বে কারও মধ্যে ছিল এবং না তাঁর পরে কারও মধ্যে থাকবে। মহান আল্লাহ সদা-সর্বদা তাঁর উপর দুরুদ ও সালাম বর্ষণ করতে থাকুন!

### মুহাম্মাদ (সাঃ) আরাব-অনারাব সকলের জন্য রাসূল

এ আয়াতের **وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** তাফসীরে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পার্শ্বে বসেছিলাম এমন সময় তাঁর উপর সূরা জুমু'আহ অবতীর্ণ হয়। জনগণ জিজ্ঞেস করেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! **وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ** দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?' কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেননা। তিনবার এই প্রশ্ন করা হয়। আমাদের মধ্যে সালমান ফারসীও (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতখানা সালমান ফারসীর (রাঃ) উপর রেখে বললেন : 'ঈমান যদি সারিয়া নক্ষত্রের নিকট থাকত তাহলেও এই লোকগুলোর মধ্যে এক কিংবা একাধিক ব্যক্তি এটা পেয়ে যেত।' (ফাতহুল বারী ৮/৫১০, মুসলিম ৪/১৯৭২, তিরমিযী ৯/২০৯, ১০/৪৩৩; নাসাঈ ৫/৭৫, ৬/৪৯০; তাবারী ২৩/৩৭৫)

এ রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী সূরা এবং এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা দুনিয়াবাসীর জন্য নাবী, শুধু আরাববাসীদের জন্য নয়। কেননা তিনি এই আয়াতের তাফসীরে পারস্যবাসীদের সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য ও রোমের সম্রাটদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পাঠিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও বলেন যে, এর দ্বারা অনারাবদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর অহীর সত্যতা স্বীকার করেছে।

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ তিনি (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি স্বীয় শারীয়াত ও তাকদীর নির্ধারণে প্রবল পরাক্রম ও মহাবিজ্ঞানময়। মহান আল্লাহর উক্তি :

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা এটা তিনি দান করেন। আল্লাহতো বড় অনুগ্রহশীল। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ নাবুওয়াত দান করা আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন।

৫। যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ ফাসিক/পাপাচার সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।

۵. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

৬। বল : হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠি নয়; তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

۶. قُلْ يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ هَادُوا ۖ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

<p>৭। কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।</p>	<p>۷. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ</p>
<p>৮। বল : তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে।</p>	<p>۸. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ</p>

## ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার এবং তাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে বলা হয়েছিল

এই আয়াতগুলিতে ইয়াহুদীদেরকে নিন্দা করা হচ্ছে যে, তাদেরকে তাওরাত প্রদান করা হয় এবং আমল করার জন্য তারা তা গ্রহণ করে, কিন্তু আমল করেনি। ঘোষিত হচ্ছে যে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে পুস্তক বহনকারী গাধা। যদি গাধার উপর কিতাবের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে সে এটা বুঝতে পারে যে, তার উপর বোঝা রয়েছে, কিন্তু কি ধরনের বোঝা রয়েছে তা সে মোটেই বুঝতে পারেনা। অনুরূপভাবে এই ইয়াহুদীরা বাহ্যিকভাবে তাওরাতের শব্দগুলি মুখে উচ্চারণ করছে, কিন্তু ওসবের উপকারিতা সম্বন্ধে তারা কিছুই বুঝেনা। এর উপর তারা আমলতো করেইনা, এমন কি একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা নির্বোধ ও অবুঝ জন্তু গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা মহান আল্লাহ এদেরকে বোধশক্তিই দান করেননি। কিন্তু এ লোকগুলোকেতো তিনি

বোধশক্তি দিয়েছেন, অথচ তারা তা ব্যবহার করেনা ও কাজে লাগায়না। এ জন্যই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

তরাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তরাই হল গাফিল বা উদাসীন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৭৯) এখানে বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের দৃষ্টান্ত কতই না নিকৃষ্ট। তারা অত্যাচারী এবং আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেননা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ হে ইয়াহুদীদের দল! যদি তোমাদের দাবী এই হয় যে, তোমরা সত্যের উপর রয়েছ আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহচরবৃন্দ অসত্যের উপর রয়েছেন তাহলে তোমরা প্রার্থনা কর : আমাদের দুই দলের মধ্যে যারা অসত্যের উপর রয়েছে তাকে যেন আল্লাহ মৃত্যু দান করেন। মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدِمَتْ أَيْدِيهِمْ

কিন্তু তাদের হাত যা আগে প্রেরণ করেছে তার কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা। অর্থাৎ তারা যে কুফরী, যুল্ম ও পাপের কাজ করেছে সেই কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা। আল্লাহ তা'আলা যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

সূরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতগুলির তাফসীরে ইয়াহুদীদের সাথে মুবাহালার পূর্ণ বর্ণনা আগেই আলোচিত হয়েছে :

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدِمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ



الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍ لَهُ مِنَ  
الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

তুমি বল : যদি অপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট বিশেষ পারলৌকিক আলায় থাকে তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। এবং তাদের হস্তসমূহ পূর্বে যা শ্রেণণ করেছে তজ্জন্য তারা কখনই তা কামনা করবেনা এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন। এবং নিশ্চয়ই তুমি তাদেরকে অন্যান্য লোক এবং অংশীবাদীদের অপেক্ষাও অধিকতর আয়ু-আকাংক্ষী পাবে; তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে যেন তাকে হাজার বছর আয়ু দেয়া হয়, এবং ঐরূপ আয়ু প্রাপ্তিও তাদেরকে শাস্তি হতে মুক্ত করতে পারবেনা এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিদর্শক। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৯৪-৯৬) সূরা আলে ইমরানের নিম্নের আয়াতে খৃষ্টানদের সাথে মুবাহালার বর্ণনা রয়েছে :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا  
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ  
اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

অতঃপর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপরে তদ্বিষয়ে যে তোমার সাথে কলহ করে, তুমি বল : এসো, আমরা আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তান-দেরকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের ও স্বয়ং তোমাদেরকে আহ্বান করি। অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬১) আর মুশরিকদের সাথে মুবাহালার বর্ণনা রয়েছে সূরা মারইয়ামের নিম্নের আয়াতে :

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا

বল : যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দিবেন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৭৫)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবু জাহল (আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন!) বলে : 'আমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লামকে কা'বার নিকট দেখতে পাই তাহলে অবশ্যই তার ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেন : 'যদি সে এরূপ করত তাহলে অবশ্যই মালাইকা জনগণের চোখের সামনে তাকে পাকড়াও করতেন। আর যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যু কামনা করত তাহলে অবশ্যই তারা সবাই মারা যেত এবং জাহান্নামে তাদের জায়গা দেখে নিত। আর আল্লাহর রাসূলের সাথে যারা মুবাহালা করতে চেয়েছিল তারা যদি মুবাহালার জন্য বের হত তাহলে অবশ্যই তারা ফিরে এসে তাদের পরিবারবর্গ এবং ধন-সম্পদ দেখতে পেতনা।' (আহমাদ ১/২৪৮, ফাতহুল বারী ৮/৫৯০, তিরমিযী ৯/২৭৭, নাসাঈ ৬/৫১৮, ৩০৮) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার উক্তি :

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ বল : তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা প্রত্যাহীন হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে। যেমন সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলার উক্তি রয়েছে :

أَيُّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। (সূরা নিসা, ৪ : ৭৮)

৯। হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

۹. يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

১০। সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।

۱۰. فَإِذَا قُضِيََتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

### জুমু'আর দিন করণীয়

جُمُعَة শব্দটি جَمَعَ শব্দ হতে বের করা হয়েছে, কারণ এই যে, এই দিনে মুসলিমরা বড় বড় মাসজিদে ইবাদাতের জন্য জমা বা একত্রিত হয়ে থাকে। আর এটিও একটি কারণ যে, এই দিন সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টি-কার্য পূর্ণ হয়েছিল। ছয় দিনে সারা জগত বানানো হয়। ষষ্ঠ দিন ছিল জুমু'আর দিন। এই দিনেই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়। এই দিনেই জান্নাতে তাঁর অবস্থান ঘটে এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়। এই দিনেই কিয়ামাত সংঘটিত হবে। এই দিনের মধ্যে এমন একটি সময় রয়েছে যে, ঐ সময়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট যা যাঞ্চা করা হয় তা'ই তিনি দান করে থাকেন। এ সবই সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

প্রাচীন অভিধানে এটাকে ইয়াওমুল আরুবাহ বলা হত। পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকেও প্রতি সাত দিনে একটি বিশেষ দিন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু জুমু'আর দিনের হিদায়াত তারা লাভ করেনি। ইয়াহুদীরা শনিবারকে পছন্দ করে যেদিন মাখলূকের সৃষ্টি কার্য শুরুই হয়নি। নাসারারা রবিবারকে পছন্দ করে যেই দিন মাখলূক সৃষ্টির সূচনা হয়। আর এই উম্মাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা জুমু'আকে পছন্দ করেছেন যেই দিন তিনি মাখলূকের সৃষ্টিকার্য পরিপূর্ণ করেছেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষে আগমনকারী, আর কিয়ামাতের দিন আমরা সর্বাগ্রে হব, যদিও আমাদের পূর্বের আগমনকারীদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য শুক্রবারকে আনন্দের দিন হিসাবে ধার্য করেছিলেন, কিন্তু তারা এ ব্যাপারে মতভেদ করেছে। আল্লাহ তা'আলা

আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারেও তারা আমাদের পিছনে রয়েছে। ইয়াহুদীরা আগামী কাল এবং খৃষ্টানরা আগামী কালের পরের দিন।' (ফাতহুল বারী ১১/৫২৬, মুসলিম ২/৫৮৬) এটা সহীহ বুখারীর শব্দ আর সহীহ মুসলিমের শব্দ হল : আল্লাহ তা'আলা জুমু'আ হতে ভ্রষ্ট করেছেন আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে। ইয়াহুদীদের জন্য ছিল শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্য ছিল রবিবার। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আনয়ন করেন এবং জুমু'আর জন্য আমাদেরকে হিদায়াত দান করেন। সুতরাং তিনি (দিনের ক্রমধারা) রেখেছেন শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার। এভাবে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কিয়ামাতের দিন আমাদের পিছনে থাকবে। দুনিয়াবাসীর হিসাবে আমরা শেষে রয়েছি। কিন্তু কিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলূকের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের ব্যাপারে ফাইসালা করা হবে।' (মুসলিম ২/৫৮৬)

## জুমু'আর খুতবাহ শোনা এবং

### সালাত আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ

اللَّهِ এখানে আল্লাহ তা'আলা জুমু'আর দিন স্বীয় মুসলিম বান্দাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্য একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। سَعَىٰ দ্বারা এখানে দৌড়ানো উদ্দেশ্য নয়, বরং ভাবার্থ হচ্ছে : তোমরা আল্লাহর যিক্র অর্থাৎ সালাতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়, কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে মাসজিদ পানে অগ্রসর হও।

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরা'আত فاسْعَوْا এর স্থলে فَامْضَوْا রয়েছে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, সালাতের জন্য দৌড়িয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তোমরা ইকামাত শুনলে সালাতের জন্য ধীরে সুস্থে যাবে, দৌড়াবেনা। সালাতের যে অংশ (জামা'আতের সাথে) পাবে তা আদায় করবে এবং যা ছুটে যাবে তা পূরা করবে।' (ফাতহুল বারী ২/১৩৮, মুসলিম ১/৪২০) অন্য একটি রিওয়াযাতে আছে যে, আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন এমতাবস্থায় তিনি শব্দ শুনতে পান। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস করেন : 'ব্যাপার কি?' সাহাবীগণ উত্তরে বলেন : 'হে আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তাড়াহুড়া করে সালাতে শরীক হয়েছি।’ তখন তিনি বললেন : ‘না, না, এরূপ করনা। ধীরে সুস্থে সালাতে আসবে। যা পাবে তা আদায় করবে এবং যা ছুটে যাবে তা পূরা করে নিবে।’ (ফাতহুল বারী ২/১৩৭, মুসলিম ১/৪২২) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : ‘আল্লাহর শপথ! এখানে এ হুকুম কখনও নয় যে, মানুষ সালাতের জন্য দৌড়ে আসবে। এটাতো নিষেধ। বরং এখানে উদ্দেশ্য হল অত্যন্ত আগ্রহ, মনোযোগ ও বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : স্বীয় মন ও আমল দ্বারা চেষ্টা কর। (তাবারী ২৩/৩৮০) জুমু‘আর সালাতের জন্য আগমনকারীর জুমু‘আর পূর্বে গোসল করার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমাদের কেহ যখন জুমু‘আর জন্য আসবে তখন যেন সে গোসল করে নেয়। (ফাতহুল বারী ২/৪১৫, মুসলিম ২/৫৭৯) এ দু’ গ্রন্থেই আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘জুমু‘আর দিন প্রত্যেক মুসলিমের উপর গোসল ওয়াজিব।’ (ফাতহুল বারী ২/৪১৫, মুসলিম ২/৫৮০)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহর হুকুম এই যে, সে প্রতি সাত দিনে এক দিন গোসল করবে, যাতে সে তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে।’ মুসলিম ২/৫৮২)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রতি সাত দিনে একদিন গোসল রয়েছে এবং তা হল জুমু‘আর দিন।’ (আহমাদ ৩/৩০৪, নাসাঈ ৩/৯৩, ইব্ন হিব্বান ২/২৬২)

## জুমু‘আর দিনের মর্যাদা

আউস ইব্ন আউস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন ভালভাবে গোসল করে এবং সকালেই মাসজিদ পানে রওয়ানা হয়ে যায়, পায়ে হেঁটে যায়, সওয়ার হয়না, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে মনোযোগের সাথে খুতবাহ শুনে এবং কথা বলেনা, সে প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে সারা বছরের সিয়াম ও কিয়ামের (রাতে দাঁড়িয়ে ইবাদাত করার) সাওয়াব লাভ করে।’ (আহমাদ ৪/৯, আবু দাউদ ১/২৪৬-২৪৭, তিরমিযী ৩/৩, ইব্ন মাজাহ ১/২৪৬, নাসাঈ ৩/৯৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে খুবই উত্তম বলেছেন।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'জুমু'আর দিন যে ব্যক্তি নাপাকীর গোসলের ন্যায় গোসল করে আউওয়াল ওয়াস্তে মাসজিদে গেল সে যেন একটা উট কুরবানী করল, যে দ্বিতীয় সময়ে হাযির হল সে যেন একটা গরু কুরবানী করল, যে তৃতীয় সময়ে পৌঁছলো সে যেন শিংওয়ালা একটা মেষ কুরবানী করল। যে হাযির হল চতুর্থ ওয়াস্তে সে যেন কুরবানী করল একটা মোরগ এবং যে হাযির হল পঞ্চম ওয়াস্তে, সে একটা ডিম আল্লাহর পথে সাদাকাহ করার সাওয়াব লাভ করল। অতঃপর যখন ইমাম (খুতবাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে) বের হয় তখন মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী হাযির হয়ে খুতবাহ শুনতে থাকেন।' (ফাতহুল বারী ২/৪২৫, মুসলিম ২/৫৮২)

জুমু'আর দিন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং গোসল করে স্বীয় সাধ্য অনুযায়ী ভাল পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং মিসওয়াক করে জুমু'আর সালাতের জন্য আসা উচিত। পূর্বেও আমরা বর্ণনা করেছি, আবু সাঈদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জুমু'আর দিন প্রত্যেক মুসলিমের গোসল করা ওয়াজিব এবং সে মিসওয়াক করবে এবং ঘরে থাকা সুগন্ধি ব্যবহার করবে। (ফাতহুল বারী ২/৪২৩)

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : 'যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে ও সুগন্ধি মাখে (যদি থাকে); অতঃপর সবচেয়ে ভাল কাপড় পরিধান করে মাসজিদে আসে ও ইচ্ছা হলে কিছু নফল সালাত আদায় করে নেয় এবং কেহকেও কষ্ট দেয়না (অর্থাৎ কারও ঘাড়ের উপর দিয়ে যায়না ও কোন উপবিষ্ট লোককে উঠায়না), অতঃপর ইমাম এসে খুতবাহ শুরু করলে নীরবে তা শুনতে থাকে, তার এই জুমু'আ হতে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত যত পাপ হয় সবই কাফফারা বা ক্ষমা হয়ে যায়।' (আহমাদ ৫/৪২০)

সুনান আবু দাউদ ও সুনান ইব্ন মাজাহয় আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিম্বরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : 'তোমাদের মধ্যে কেহ যদি দৈনন্দিনের পরিধানের কাপড় ছাড়া দু'টি কাপড় ক্রয় করে জুমু'আর সালাতের জন্য খাস বা নির্দিষ্ট করে রাখে তাতে ক্ষতি কি?' (আহমাদ ১/৬৫০, ইব্ন মাজাহ ১/৩৪৮)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, কোন এক জুমু'আয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পান যে, লোকেরা 'নিমার' (আরাবদের পরিধেয় সাধারণ পোশাক) পরিধান করে সালাত আদায় করতে এসেছেন। তখন তিনি বলেন : তোমাদের

মধ্যে যার সামর্থ্য রয়েছে সে যেন প্রতিদিন যে কাপড় পরিধান করে তা ছাড়া আরও দুই প্রস্থ কাপড় জুমু'আর জন্য ক্রয় করে। (ইবন মাজাহ ১/৩৪৯)

## এ সূরায় 'আহ্বান' এর অর্থ হচ্ছে আযান শুনে খুতবাহ শোনার জন্য এগিয়ে আসা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ** এ আয়াতে যে আযানের বর্ণনা রয়েছে ওর দ্বারা ঐ আযান উদ্দেশ্য যা ইমামের মিম্বরের উপর বসার পর দেয়া হয়। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘর হতে বেরিয়ে এসে মিম্বরে উপবেশন করতেন তখন মাসজিদের দরজার কাছে এই আযান দেয়া হত। আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রাঃ) শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দ্বিতীয় আযান চালু করেন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, শা'বি ইবন ইয়াজিদ (রহঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বাকর (রাঃ) এবং উমারের (রাঃ) যুগে জুমুআ'হর আযান শুধু ঐ সময় হত যখন ইমাম খুতবাহ দেয়ার জন্য মিম্বরে বসতেন। উসমানের (রাঃ) যুগে যখন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো তখন তিনি এই দ্বিতীয় আযান একটি পৃথক স্থানের উপর দিইয়ে নেন। ঐ স্থানটির নাম ছিল যাওরা। (ফাতহুল বারী ২/৪৫৭) মাসজিদের নিকটবর্তী সর্বাপেক্ষা উঁচু জায়গা এটাই ছিল।

## জুমু'আর আযান শোনার পর বেচা-কেনা করা নিষেধ

মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন : **ذُرُّوا الْبَيْعَ** 'তোমরা ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।' অর্থাৎ বেচা-কেনা ত্যাগ করে তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও। উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, জুমু'আর দিন যখন আযান হয়ে যাবে তখন এর পরে বেচা-কেনা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

**ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** বেচা-কেনা ছেড়ে আল্লাহর যিক্র ও সালাতের উদ্দেশ্যে গমন করা তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। তবে হ্যাঁ, যখন তোমাদের সালাত আদায় করা হয়ে যাবে তখন সেখান হতে চলে যাওয়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করা তোমাদের জন্য বৈধ। মহান আল্লাহর উক্তি :

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سَالَاتٍ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে।

ইবন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন জুমু'আর সালাত শেষ হত তখন ইরাক ইবন মালিক (রহঃ) মাসজিদের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করত : হে আল্লাহ! আমি তোমার আস্থানে সাড়া দিয়েছি এবং সালাত আদায় করেছি যেভাবে তুমি আদেশ করেছ সেইভাবে। অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং আমার রিয়কের ব্যাপারে তুমিই একমাত্র উত্তম ফাইসালা দানকারী। (কুরতুবী ১৮/১০৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ক্রয়-বিক্রয়ের অবস্থায় কিংবা কোন কিছু দেয়া-নেয়ার সময়েও আল্লাহকে স্মরণ করবে। দুনিয়ার লাভের মধ্যে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়বেনা যে, পরকালের কথা একেবারে ভুলে যাবে। এ জন্যই হাদীসে এসেছে : 'যে ব্যক্তি কোন বাজারে গিয়ে নিম্নের দু'আটি পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এক লক্ষ সাওয়াব লিখে নেন এবং এক লক্ষ পাপ ক্ষমা করে থাকেন। (তিরমিযী ৯/৩৮৬)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।'

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, বান্দা তখনই আল্লাহর অধিক যিক্রকারী হতে পারে যখন সে দাঁড়িয়ে, বসে, শুইয়ে সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিক্র করে।

১১। যখন তারা কোন ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখে তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ওর দিকে ছুটে যায়। বল : আল্লাহর নিকট যা আছে তা ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

۱۱. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ اللَّهْوِ وَمِنَ الْبَيْعِ



আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্ক দাতা।

التَّجَرَّةَ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

## খুতবাহ দেয়া অবস্থায় মাসজিদ ত্যাগ করা নিষেধ

আবুল আলিয়া (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, জুমু'আর দিন মাদীনায ব্যবসার মাল আসার কারণে যেসব সাহাবী খুতবাহ ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে এখানে আল্লাহ তা'আলা ধমক দিয়ে বলেন : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا এই সব লোক যখন কোন ব্যবসা ও খেল-তামাশা দেখে তখন ওঁদিকে ছুটে যায় এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছেড়ে দেয়। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, ওটা ছিল দাহইয়া ইব্ন খালফিয়াহর (রাঃ) ব্যবসার মাল। তিনি জুমু'আর দিন ব্যবসার মালসহ মাদীনায আগমন করেন এবং খবর প্রচারের উদ্দেশে ঢোল বাজাতে শুরু করেন। তিনি তখন পর্যন্ত মুসলিম হননি। ঢোলের শব্দ শুনে কয়েকজন ছাড়া সবাই মাসজিদ হতে বেরিয়ে পড়েন। মুসনাদ আহমাদে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাত্র বারো জন লোক বসে থাকেন এবং বাকী সবাই ঐ বাণিজ্যিক কাফেলার দিকে ছুটে যান। ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/৩১৩, ফাতহুল বারী ৮/৫১১, মুসলিম ২/৫৯০) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَتَرْكُوكَ فَإِنَّمَا এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা গেল যে, জুমু'আয় দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতে হবে। সহীহ মুসলিমে যাবির ইব্ন সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিন দু'টি খুতবাহ পাঠ করতেন, দুই খুতবাহর মাঝে তিনি বসতেন, কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন এবং জনগণকে উপদেশ দিতেন। (মুসলিম ২/৫৮৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ হে নাবী! তুমি জনগণকে জানিয়ে দাও যে, আখিরাতের সাওয়াব, যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা ক্রয়-বিক্রয় ও খেল-তামাশা হতে বহুগুণে উত্তম। আল্লাহর উপর ভরসা করে অনুমোদিত সময়ে যে ব্যক্তি রিয্ক তালাশ করবে, আল্লাহ তাকে উত্তম রিয্ক দান করবেন।

সূরা জুমু'আ এর তাফসীর সমাপ্ত।